15 SCOB [2021] HCD 13

ফৌজদারী আপীল নং-৭৫৩৩/২০১৯

মোঃ হৃদয়
........আপীলকারী।
বনাম

রাষ্ট্র
.........রেসপনডেন্ট।

জনাব এম মশিউর রহমান, অ্যাডভোকেট
........আপীলকারীর পক্ষে।

জনাব মোঃ সারওয়ার হোসেন বাপ্পী, ডেপুটি অ্যাটর্নি জেনারেল
মিস মৌদুদা বেগম, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল
মিস হাসিনা মমতাজ, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল
মিস শাহানা পারভীন, অ্যাসিস্টেন্ট অ্যাটর্নি জেনারেল
.........রেসপনডেন্ট পক্ষে।

শুনানী ও রায়ের তারিখ ঃ ১৭ শ্রাবণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ / ০১ আগস্ট ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

উপস্থিত:
বিচারপতি জনাব এম. ইনায়েতুর রহিম
এবং
বিচারপতি জনাব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান

Editor's Note:

মাঠে শিশুদের ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতির প্রেক্ষিতে সন্ধায় আসামীরা ভিকটিমকে লাঠি, হকিস্টিক, লোহার রড ও ধরালো চাকু দিয়ে আঘাত করে গুরুতর জখম করলে পরবর্তীতে চিকিৎসাধীন অবস্থায় ভিকটিম মারা যায়। এই ফৌজদারী আপীলটি এ সংক্রান্ত মামলায় পরবর্তীতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিজ্ঞ বিচারক কর্তৃক আপীলকারী শিশুর জামিন না-মঞ্জুর আদেশ হতে উদ্ভূত। এই মামলায় প্রশ্ন উঠেছে যে, প্রথমতঃ শিশু আইনের অধীনে মামলার কার্যক্রম পরিচালনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এর নাম, সিল ও বিচারকের পদবী ব্যবহার সঠিক হয়েছে কিনা; দ্বিতীয়তঃ আইনের ধারা ১৫ক এর বিধান অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণ করে শিশু আদালতে কাগজাদি প্রেরনের পূর্বে শিশু আদালতের জামিন বা বয়স নির্ধারণ সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়ে আদেশ দেয়ার এবং শিশু আদালত হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার আছে কিনা; এবং তৃতীয়তঃ শিশু আইনের ধারা ১৫ক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে ধারা ২৯(১) এবং ধারা ৫২(১) অনুযায়ী শিশু আদালত কর্তৃক জামিন এবং ধারা ২১ অনুযায়ী শিশু আদালত কর্তৃক শিশুর বয়স সম্পর্কিত বিষয় নিষ্পত্তির এখতিয়ার কতটুকু আইন সংগত।

আপীলটি গ্রহণযোগ্যতার শুনানীকালে আদালত কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ধারা ২৮ অনুযায়ী এর রক্ষণীয়তার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে আপীলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতের অনুমতিক্রমে আপীল দরখাস্তের (পিটিশন অফ আপীল) শিরোনাম (কজ টাইটেল) সংশোধনক্রমে ধারা ২৮, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর স্থলে ধারা-৪১, শিশু আইন-২০১৩ প্রতিস্থাপিত করেন; এবং আপীলটি শিশু আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪১ অনুযায়ী দাখিল করা হয়েছে মর্মে গণ্য করা হয়।
উক্ত ফৌজদারী আপীলটি নিষ্পত্তি করতে গিয়ে মাননীয় হাইকোর্ট ২০১৮ সালে আনীত সংশোধনীসহ শিশু আইন, ২০১৩ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। শিশু আইনে বিদ্যমান বিভিন্ন ধরনের সংশয়, বিভ্রান্তি ও অসংগতি দূরীকরণে দ্রুততার সাথে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে সংশোধনীর প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করেন। এছাড়া শিশু আইনের সংশোধন বা স্পষ্টীকরণ সম্পর্কে প্রজ্ঞাপন না হওয়া পর্যন্ত শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট ও শিশু আদালতসমূহকে সাত দফা নির্দেশনা প্রদান করেন। মাননীয় হাইকোর্ট রায়ে উল্লেখিত পর্যবেক্ষণ, অভিমত ও নির্দেশনাসহ আপীলটি মঞ্জুর করে আপীলকারীকে জামিন প্রদান করেন।

গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলী:
ধারা ২৮, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০; ধারা ১৫ক, ২৯(১), ৫২(১) ও ৪১ শিশু আইন, ২০১৩

ধারা ২৯(১), ৫২(১), ১৫ক ও ২১ শিশু আইন, ২০১৩ঃ
আমরা যদি শিশু আইনের ধারা ২৯(১) ও ৫২(১) নিবিড় ভাবে পর্যালোচনা করি তা হলে এটা সহজেই অনুধাবনযোগ্য হবে যে, আইনের উপরোক্ত বিধান দু'টিকে ফৌজদারী কার্যবিধিসহ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা শিশু আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরুপ যা কিছুই থাকুক না কেন, তা থেকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ধারা ১৫ক-এর বিধানে যাই থাকুক না কেন

শিশু আইনের ধারা ২৯(১) ও ৫২(১) বিধানের প্রাধান্যতা অক্ষুন্ন থাকবে। এই প্রাধান্যতার কারণে অপরাধ আমলে গ্রহনের পূর্বেই শিশুর জামিন, হেফাজত বা ধারা ২১ অনুসারে বয়স নির্ধারনে শিশু আদালত-কে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সুতরাং এ সংশয় বা বিভ্রান্তি থাকার কোন যুক্তি বা ভিত্তি নেই যে, ধারা ১৫ক অনুযায়ী অপরাধ আমলে গ্রহণ পূর্বক কাগজাদি শিশু আদালতে প্রেরণের পূর্বে শিশু আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগের কোন এখতিয়ার নেই। আমাদের বিবেচনায় এ ক্ষেত্রে আইনের বিধান খুবই স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট। ...(প্যারা ২৫ও ২৬)

এখানে উল্লেখ করা আরো প্রাসঙ্গিক হবে যে, শিশু আইনের অধীনে কোন আদেশ প্রদানকালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের নাম, সিল ও পদবী ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। ... (প্যারা ৩০)

ধারা ১৬(৩) ২৯(১), ৫২(১), ১৫ক ও ২১ শিশু আইন, ২০১৩ঃ
সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় আমাদের অভিমত এই যে, এ ধরনের বিভিন্নমূখী প্রবনতার মূল কারণ শিশু আইনের ধারা ১৫ক এবং ১৬(৩)-এর সংযোজন। কারণ ঐ দুইটি ধারা অনুযায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণের পর শিশু আদালতে মামলার নথি (কাগজাদি) প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত শিশু আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করতে পারবে না। আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি যে, ট্রাইব্যুনালসমূহের মধ্যে এ সংশয় হয়তো কাজ করে যে, অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে শিশু আদালত হিসেবে এখতিয়ার প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। এ ধারনা একেবারে অবান্তর ও ভিত্তিহীন। কারণ আমরা যদি শিশু আইনের ধারা ২১, ২৯ ও ৫২-এর বিধানসমূহ লক্ষ্য করি তা হলে এটা সুস্পষ্ট হবে যে, বিদ্যমান আইনেই শিশু আদালতকে বিচার পূর্ববর্তী অবস্থায় অর্থাৎ অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে শিশুর বয়স, জামিন এবং হেফাজত সংক্রান্ত বিষয় নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং একজন শিশুকে গ্রেফতার পরবর্তী ২৪(চব্বিশ) ঘন্টা সময়ের মধ্যে নিকটস্থ শিশু আদালতে উপস্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে। ... (প্যারা ৩৩)

ম্যাজিষ্ট্রেট ও শিশু আদালতসমূহ কর্তৃক অনুসরণীয় নির্দেশনাঃ
সরকার কর্তৃক আইনের যথাযথ সংশোধণ বা স্পষ্টীকরন সম্পর্কে প্রজ্ঞাপন না হওয়া পর্যন্ত শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও শিশু আদালতসমূহ-কে নিম্নলিখিত কার্য পদ্ধতি/প্রনালী **(procedure)** অনুসরণে নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে-

এক. সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কেবল মাত্র মামলার তদন্ত কার্যক্রম তদারকী করবেন এবং এ সংক্রান্তে নিত্যনৈমিত্তিক **(routine work)** প্রয়োজনীয় আদেশ এবং নির্দেশনা প্রদান করবেন;

দুই. রিমান্ড সংক্রান্ত আদেশ শিশু আদালতেই নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু (ভিকটিম এবং সাক্ষী) বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর জবানবন্দী সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করতে পারবেন;

তিন. তদন্ত চলাকালীন সময়ে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু-কে মামলার ধার্য তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজিরা হতে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে;

চার. তদন্ত চলাকালে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর রিমান্ড, জামিন, বয়স নির্ধারণসহ অন্তবর্তী যে কোন বিষয় শিশু আদালত নিষ্পত্তি করবে এবং এ সংক্রান্ত যে কোন দরখাস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে দাখিল হলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নথিসহ ঐ দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট শিশু আদালতে প্রেরণ করবেন; এবং সংশ্লিষ্ট শিশু আদালত ঐ বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করবে;

পাঁচ. অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল শিশু আইনের অধীনে কোন আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে 'শিশু আদালত' হিসেবে আদেশ প্রদান করবে এবং এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচারক শিশু আদালতের বিচারক হিসেবে কার্য পরিচালনা এবং শিশু আদালতের নাম ও সিল ব্যবহার করবেন;

ছয়. আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি হলো এই যে, আইন মন্দ **(bad law)** বা কঠোর **(harsh law)** হলেও তা অনুসরন করতে হবে, যতক্ষন পর্যন্ত তা সংশোধন বা বাতিল না হয়। সে কারণে নালিশী মামলার ক্ষেত্রে শিশু কর্তৃক বিশেষ আইনসমূহের অধীনে সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিশেষ আদালত বা ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল শিশু আইনের বিধান ও অত্র রায়ের পর্যবেক্ষণের আলোকে অভিযোগ **(complaint)** গ্রহণের পর প্রয়োজনীয় আইনি কার্যক্রম গ্রহণের পরে অপরাধ আমলে গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কাগজাদি (নথি) সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রেরণ করবে; অত:পর ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ আমলে গ্রহনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান এবং অপরাধ আমলে গ্রহণ করলে পরবর্তীতে কাগজাদি বিচারের জন্য শিশু আদালতে প্রেরন করবেন;

সাত. শিশু আইনের প্রাধান্যতার কারণে বিশেষ আইনসমূহের অধীনে জি.আর মামলার ক্ষেত্রে শিশু কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ এর জন্য পৃথক পুলিশ রিপোর্ট দেয়ার বিধান থাকায় সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে অপরাধ আমলে গ্রহণ করবেন।

...(প্যারা ৩৫)

রায়

বিচারপতি এম. ইনায়েতুর রহিম

১. আপীলকারী আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত একজন শিশু (children in conflict with the law)।

২. আপীলটি নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর ধারা ২৮ অনুযায়ী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং-২, ঢাকা (পরবর্তীতে শুধু মাত্র ট্রাইব্যুনাল নং-২ হিসেবে উল্লেখিত হবে) কর্তৃক কলাবাগান থানার মামলা নং-২০(১০)২০১৮ দন্ডবিধি ধারা ১৪৩/১৪৭/১৪৮/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/ ৩০৭/৩৭৯/৩০২-এ জামিন না-মঞ্জুর আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে দায়ের করা হয়েছিল।

৩. আপীলটি গ্রহণযোগ্যতার শুনানীকালে আদালত কর্তৃক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর ধারা ২৮ অনুযায়ী এর রক্ষণীয়তার বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে আপীলকারীর বিজ্ঞ আইনজীবী আদালতের অনুমতিক্রমে আপীল দরখাস্তের (পিটিশন অফ আপীল) শিরোনাম (কজ টাইটেল) সংশোধনক্রমে ধারা ২৮, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এর স্থলে ধারা-৪১, শিশু আইন-২০১৩ প্রতিস্থাপিত করেন; এবং আপীলটি শিশু আইন, ২০১৩-এর ধারা ৪১ অনুযায়ী দাখিল করা হয়েছে মর্মে গণ্য করা হয়।

৪. সংবাদদাতা মোঃ শফিক ইংরেজী ২৯/০৯/২০১৮ তারিখ সন্ধ্যায় লালবাগ থানায় সর্বমোট ১২(বার) জনের নাম উল্লেখ সহ অজ্ঞাত আরো ২০/২৫ জনের বিরুদ্ধে একটি এজাহার দায়ের করেন, যা লালবাগ থানার মামলা নং-২০ তারিখ ০৯/১০/২০১৮ ইং দন্ডবিধির ধারা-১৪৩/১৪৭/১৪৮/৩২৩/৩২৪/৩২৫/৩২৬/৩০৭ হিসেবে নিবন্ধিত হয়। পরবর্তীতে দন্ডবিধির ধারা ৩০২ সংযোজন করা হয়।

৫. এজাহারে উল্লেখ করা হয় যে, ইংরেজী ২৯/০৯/২০১৮ তারিখ দুপুর আনুমানিক ০২.৩০ ঘটিকার সময় লালবাগ থানাধীন দেলোয়ার হোসেন খেলার মাঠে শিশুদের ক্রিকেট খেলাকে কেন্দ্র করে সংবাদদাতার ভাই ওসমানসহ অপর তিন ভাইয়ের সাথে আসামী মোঃ আব্দুল্লা ওরফে দ্বীপ-এর ছোট ভাই মোঃ সাগর (১৩)-এর কথা কাটাকাটি ও হাতাহাতি হয়। এ ঘটনার জের হিসেবে ঐ দিন সন্ধ্যায় আসামী মোঃ আব্দুল্লা ওরফে দ্বীপসহ অন্যান্য আসামীরা সংবাদদাতার ভাই মোঃ ওসমান-কে রাস্তায় দেখতে পেয়ে লাঠি, হকিস্টিক, লোহার রড ও ধারালো চাকু নিয়ে আক্রমন করে এবং এলোপাতাড়ি ভাবে মারপিট ও আঘাত করে গুরুতর জখম করে। পথচারীরা ভিকটিম ওসমানকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়।

৬. হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় ১৪/১০/২০১৮ইং তারিখে ভিকটিম ওসমান মৃত্যুবরণ করে।

৭. আপীলকারী শিশু মোঃ হৃদয়কে পুলিশ ০৯/১০/২০১৮ইং তারিখে গ্রেফতার করে এবং তার বয়স ১৯ (উনিশ) উল্লেখ করে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে প্রেরন করে ও রিমান্ডে নেয়।

৮. পরবর্তীতে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং-২, ঢাকা ২৩/৫/২০১৯ইং তারিখের আদেশে মোঃ হৃদয়ের বয়স নির্ধারন পূর্বক তাকে শিশু গণ্যে জামিন আবেদন না-মঞ্জুর করে জাতীয় কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্র টঙ্গী, গাজীপুরে প্রেরন করে।

৯. ট্রাইব্যুনালের ২৩/০৫/২০১৯ইং তারিখে জামিন না-মঞ্জুর আদেশে সংক্ষুব্ধ হয়ে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু মোঃ হৃদয় বর্তমান আপীলটি দায়ের করে।

১০. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং-২, ঢাকা কর্তৃক প্রদত্ত তর্কিত আদেশ ও অন্যান্য আদেশ হতে দৃশ্যমান যে, ট্রাইব্যুনাল মোঃ হৃদয়ের বয়স নির্ধারণ ও জামিন সংক্রান্ত বিষয়ে আদেশ প্রদান করতে গিয়ে শিশু আদালত হিসেবে আদেশ প্রদান না করে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল হিসেবে আদেশ প্রদান করেছে।

১১. ২০১৮ সালে শিশু আইন, ২০১৩ সংশোধন করা হয়। ঐ সংশোধন অনুসারে নিম্নলিখিত বিধানগুলি সংযোজন করা হয়ঃ

> "২ (১৬ক) "ম্যাজিস্ট্রেট" অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৬ এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট বা মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট যাহার অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবার ক্ষমতা রহিয়াছে;

২ (১৮) 'শিশু আদালত' অর্থ ধারা ১৬ এ উল্লিখিত কোনো আদালত;

১৫। পুলিশ রিপোর্ট(investigation report) বা অনুসন্ধান প্রতিবেদন (inquiry report) বা তদন্ত প্রতিবেদন (enquiry report) পৃথকভাবে প্রস্তুত ও আমলে গ্রহণ।-(১) ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো অপরাধ সংঘটনে প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশু জড়িত থাকিলে, পুলিশ রিপোর্ট (জি.আর মামলার ক্ষেত্রে) বা ক্ষেত্রমত, অনুসন্ধান প্রতিবেদন (সি.আর মামলার ক্ষেত্রে) বা তদন্ত প্রতিবেদন প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশুর জন্য পৃথকভাবে প্রস্তুত করিয়া দাখিল করিতে হইবে।
(২) ফৌজদারি কার্যবিধি বা আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি ও শিশু কর্তৃক একত্রে সংঘটিত কোনো অপরাধ আমলে গ্রহণের ক্ষেত্রে তাহাদের অপরাধ পৃথকভাবে আমলে গ্রহণ করিতে হইবে। (প্রতিস্থাপিত)

১৫ক। মামলা বিচারের জন্য প্রেরণ বা স্থানান্তর।- কোনো অপরাধ আমলে গ্রহণ করিবার পর, মামলাটি বিচারের জন্য প্রস্তুত করিয়া-
ক) শিশু কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ বিচারের জন্য মামলাটি প্রয়োজনীয় কাগজাদিসহ শিশু আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে;
খ) প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ বিচারের জন্য মামলাটি প্রয়োজনীয় কাগজাদিসহ এখতিয়ারসম্পন্ন আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে; এবং
গ) দফা (ক) ও (খ) এর অধীন মামলা প্রেরণের বিষয়টি পাবলিক প্রসিকিউটরকে অবহিত করিতে হইবে।

১৬। শিশু আদালত।- (১) আইনের সহিত সংঘাত জড়িত শিশু কর্তৃক সংঘটিত যে কোনো অপরাধের বিচার করিবার জন্য, প্রত্যেক জেলা সদরে শিশু-আদালত নামে এক বা একাধিক আদালত থাকিবে।
(২) নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ (২০০০ সনের ৮ নং আইন) এর অধীন গঠিত প্রত্যেক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্বীয় অধিক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শিশু আদালত হিসাবে গণ্য হইবে:
তবে শর্ত থাকে যে, কোনো জেলায় উক্ত রূপ কোনো ট্রাইব্যুনাল না থাকিলে উক্ত জেলার জেলা ও দায়রা জজ স্বীয় অধিক্ষেত্রে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত শিশু আদালত হিসাবে গণ্য হইবে।
(৩) ধারা ১৫ক এর অধীন কোনো মামলা প্রেরিত না হইলে, শিশু-আদালত শিশু কর্তৃক সংঘটিত কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।"

১২. শিশু আইন,২০১৩-এ জামিন সংক্রান্ত বিধানসমূহ নিম্নরূপঃ

"২৯। শিশু-আদালত কর্তৃক আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশুর জামিনে মুক্তি প্রদান।- **(১) এই আইনসহ ফৌজদারী কার্যবিধি বা আপততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন,** শিশু-আদালতে হাজিরকৃত কোন শিশুর মামলা বিকল্প পন্থায় পরিচালনা করা না হইলে, শিশু আদালত সংশ্লিষ্ট শিশুকে, অপরাধটি জামিনযোগ্য বা অজামিনযোগ্য যাহাই হউক না কেন, জামানতসহ বা জামানত ছাড়াই জামিনে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবে।
(২) শিশুর নিজের মুচলেকায় অথবা শিশুর মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা, ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য, প্রবেশন কর্মকর্তা অথবা কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থার, শিশু-আদালত যাহাকে উপযুক্ত বিবেচনা করিবে, তত্ত্বাবধানে জামানত প্রদান সাপেক্ষে অথবা জামানত ছাড়া শিশুকে জামিন প্রদান করা যাইবে।
(৩) উপ-ধারা (১) এবং (২) এর অধীন জামিন মঞ্জুর করা না হইলে, শিশু আদালত উক্তরূপ নামঞ্জুরের কারণ লিপিবদ্ধ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট শিশুকে কোন প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠানে প্রেরনের জন্য আদেশ প্রদান করিবে।

৫২। **জামিন, ইত্যাদি।- (১) ফৌজদারী কার্যবিধিসহ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা এই আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরূপ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন শিশুকে গ্রেফতার করিবার পর এই** আইনের অধীন মুক্তি প্রদান বা বিকল্প পন্থায় প্রেরণ করা অথবা তাৎক্ষণিকভাবে আদালতে হাজির করা সম্ভবপর না হইলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা শিশুটিকে, ক্ষেত্রমত, তাহার মাতা-পিতা এবং তাহাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা,

ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বা প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে শর্ত ও জামানত সাপেক্ষে, অথবা, শর্ত ও জামানত ব্যতীত জামিনে মুক্তি প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন কোন শিশুকে জামিনে মুক্তি প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধ জামিনযোগ্য বা জামিন অযোগ্য কি না তাহা শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা বিবেচনায় লইবেন না।

(৩) উপ-ধারা (২) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, অপরাধের প্রকৃতি গুরুতর বা ঘৃণ্য প্রকৃতির হইলে বা জামিন প্রদান করা হইলে উহা শিশুর সর্বোত্তম স্বার্থের পরিপন্থী হইলে বা জামিন প্রদান করা হইলে সংশ্লিষ্ট শিশু কোন কুখ্যাত অপরাধীর সাহচর্য লাভ করিতে পারে বা নৈতিক বিপদের সম্মুখীন হইতে পারে বা জামিন প্রদান করা হইলে ন্যায় বিচারের উদ্দেশ্য ব্যাহত হইবার আশঙ্কা থাকিলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা সংশ্লিষ্ট শিশুকে জামিন বা মুক্তি প্রদান করিবেন না।

(৪) গ্রেফতারকৃত শিশুকে উপ-ধারা (৩) এর অধীন জামিনে মুক্তি প্রদান করা না হইলে শিশুবিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা, গ্রেফতারের পর আদালতে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণ সময় ব্যতীত, ২৪ (চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিশুকে নিকটস্থ শিশু-আদালতে হাজির করিবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) থানা হইতে জামিনপ্রাপ্ত হয় নাই এমন কোন শিশুকে শিশু-আদালতে উপস্থাপন করা হইলে শিশু-আদালত তাহাকে জামিন প্রদান করিবে বা নিরাপদ স্থানে বা শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখিবার আদেশ প্রদান করিবেন।"

১৩. শিশু আইন ২০১৩-এর ধারা ১৬(১) অনুযায়ী আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু কর্তৃক সংঘটিত কোন অপরাধ বিচার করার জন্য প্রত্যেক জেলায় শিশু আদালত নামে এক বা একাধিক আদালত স্থাপনের বিধান করা হয়েছে। আইনের ১৬(২) ধারা অনুযায়ী নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০-এর অধীন গঠিত প্রত্যেক নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল স্বীয় অধিক্ষেত্রে শিশু আদালত হিসেবে গণ্য হবে। কোন জেলায় ট্রাইব্যুনাল না থাকলে জেলা ও দায়রা জজ শিশু আদালত হিসেবে গণ্য হবে।

১৪. বর্তমান মামলায় ট্রাইব্যুনাল নং-২ এর বিজ্ঞ বিচারক আপীলকারীর বয়স নির্ধারন ও জামিন সংক্রান্ত বিষয় নিস্পত্তি করতে গিয়ে শিশু আইনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে, অর্থাৎ বিজ্ঞ বিচারক শিশু আদালত হিসেবে কার্য সম্পাদন বা ক্ষমতা প্রয়োগ করেছেন।

১৫. সে জন্য সংগত কারণেই বর্তমান মামলায় প্রশ্ন উঠেছে যে-

প্রথমতঃ শিশু আইনের অধীনে মামলার কার্যক্রম পরিচালনায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল এর নাম, সিল ও বিচারকের পদবী ব্যবহার সঠিক হয়েছে কিনা;

দ্বিতীয়তঃ আইনের ধারা ১৫ক এর বিধান অনুযায়ী ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণ করে শিশু আদালতে কাগজাদি প্রেরনের পূর্বে শিশু আদালতের জামিন বা বয়স নির্ধারণ সহ অন্যান্য আনুষাঙ্গিক বিষয়ে আদেশ দেয়ার এবং শিশু আদালত হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগের এখতিয়ার আছে কিনা; এবং

তৃতীয়তঃ শিশু আইনের ধারা ১৫ক অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে ধারা ২৯(১) এবং ধারা ৫২(১) অনুযায়ী শিশু আদালত কর্তৃক জামিন এবং ধারা ২১ অনুযায়ী শিশু আদালত কর্তৃক শিশুর বয়স সম্পর্কিত বিষয় নিস্পত্তির এখতিয়ার কতটুকু আইন সংগত।

১৬. শিশু আইনের ধারা ৫২(৪)-এ বিধান করা হয়েছে যে, ফৌজদারী কার্যবিধিসহ আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা এই আইনের অন্য বিধানের ভিন্নরূপ যা কিছুই থাকুক না কেন কোন শিশুকে গ্রেফতারের পরে শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা ধারা ৫২(১) অনুসারে শিশুটিকে, ক্ষেত্রমত তাহার মাতা-পিতা এবং তাদের উভয়ের অবর্তমানে তত্ত্বাবধানকারী অভিভাবক বা কর্তৃপক্ষ অথবা আইনানুগ বা বৈধ অভিভাবক বা ক্ষেত্রমত, বর্ধিত পরিবারের সদস্য বা প্রবেশন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে শর্ত ও জামানত সাপেক্ষে জামিনে মুক্তি প্রদান না করলে উক্ত শিশু বিষয়ক পুলিশ কর্মকর্তা শিশুটিকে গ্রেফতারের পর আদালতে উপস্থাপনের জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমন সময় ব্যতীত ২৪(চব্বিশ) ঘন্টার মধ্যে নিকটস্থ শিশু আদালতে হাজির করবেন।

১৭. ধারা ৫২(৫) অনুযায়ী শিশু আদালতে উপস্থাপিত বা হাজিরকৃত শিশুটিকে জামিন প্রদান করা না হলে শিশু আদালত উক্ত শিশুকে নিরাপদ স্থান বা শিশু উন্নয়ন কেন্দ্রে আটক রাখার আদেশ প্রদান করতে পারবে।

১৮. এখানে উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক হবে যে, শিশু আইন,২০১৩-এ আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে তদন্তের স্বার্থে রিমান্ডে নেয়া যায় কিনা সে বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন বিধান নেই। সুনির্দিষ্ট বিধানের অনুপস্থিতিতে শিশু আইনের ধারা ৪২ অনুযায়ী ফৌজদারী কার্যবিধি প্রযোজ্য হবে। তবে প্রশ্ন, রিমান্ডের বিষয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আবেদন কোন্ আদালত নিস্পত্তি করবে; শিশু

আদালত, নাকি ম্যাজিস্ট্রেট আদালত? এটা অবাস্তব মনে হয় যে, জামিন আবেদন নিষ্পত্তির এখতিয়ার যেখানে শুধুমাত্র শিশু আদালতেরই সেখানে রিমান্ড বিষয়ে ঐ আদালতের এখতিয়ার সুস্পষ্ট নয়।

১৯. শিশু আইনের ধারা ১৬(৩)-এ উল্লেখ করা হয়েছে যে, ধারা ১৫ক অনুযায়ী কোন মামলা প্রেরিত না হলে, শিশু আদালত শিশু কর্তৃক সংঘটিত কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করবে না।

২০. শিশু আইনে সংযোজিত নতুন ধারা ২(১৬ক) এবং ১৫ক এর মাধ্যমে শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে নেয়ার পূর্ব ও পরবর্তী বিধান সুনির্দিষ্ট করার প্রয়াস বা উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

২১. শিশু আইনের ধারা ২(১৬ক) এবং ১৫ক একত্রে পাঠে এটাই প্রতিয়মান হয় যে, শিশু আইনের অধীন অপরাধ আমলে নেয়ার ক্ষমতা শুধুমাত্র ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৬-এর উপ-ধারা (৩) এ উল্লিখিত 'জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট' বা 'মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেটের' উপর ন্যাস্ত করা হয়েছে। কিন্তু আমরা যদি দেশে বিদ্যমান বিভিন্ন বিশেষ আইনসমূহ, যথা-বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন,২০১৮ সহ বিভিন্ন বিশেষ আইন পরীক্ষা করি তা হলে দেখতে পাবো যে, ঐ সমস্ত আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধ আমলে নেয়ার এখতিয়ার বা ক্ষমতা শুধুমাত্র ঐ সকল বিশেষ আইনের অধীনে গঠিত আদালত বা ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল-কে দেয়া হয়েছে। বিশেষ ঐ সকল আইনের অধীনে সংঘটিত অপরাধসমূহ আমলে নেয়ার এখতিয়ার বা ক্ষমতা ম্যাজিস্ট্রেট্রের নেই। সে কারণে এটা খুবই গুরুত্বপূর্ন প্রশ্ন হিসেবে দেখা দিয়েছে যে, কোন শিশু যদি উপরোক্ত বিশেষ আইনসমূহ সহ অন্যান্য বিশেষ আইনের অধীন অপরাধ সংঘটিত করে, বিশেষতঃ নালিশী মামলার ক্ষেত্রে, তাহলেও কি ঐ সকল আইনের অধীনে গঠিত বিশেষ আদালত বা ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল কোন শিশুর বিরুদ্ধে বিচারের জন্য অপরাধ আমলে গ্রহণ না করে মামলার কাগজাদি (নথি) সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবে, যেহেতু শিশু'র বিচারের ক্ষেত্রে শিশু আইনকে অন্যান্য আইনের উপর প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। আমাদের বলতে দ্বিধা নেই যে, শিশু আইনের ধারা ১৫ক-এর বিধান বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪ এর ধারা ২৭, নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন,২০০০-এর ধারা ২৭, এবং ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন,২০১৮ এর ধারা ৪৮-সহ বিভিন্ন বিশেষ আইনের সাথে শুধু অসংগতিপূর্ণ নয়, সাংঘর্ষিকও বটে।

২২. শিশু আইনের প্রাধান্যতার কারণে যদি যুক্তি দেয়া হয় যে, থানায় দায়েরকৃত মামলা অর্থাৎ জি.আর মামলার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ আমলে গ্রহণ করবেন তাহলে সেটা হবে শিশু আইন প্রনয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের পরিপন্থী। শুধু তাই নয়, একই আইনের অধীনে শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গ্রহন করবেন ম্যাজিষ্ট্রেট, আর প্রাপ্ত বয়স্কদের বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গ্রহণ করবে সংশ্লিষ্ট ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত, আদালত, যা বাস্তবতা বিবর্জিত (impractical) এবং অদ্ভুত বা অস্বাভাবিক(peculiar) একটি প্রস্তাবনা (proposition)।

২৩. অপর একটি প্রশ্ন হলো এই যে, বিশেষ আইনসমূহের অধীনে দায়েরকৃত নালিশী মামলায় শিশু কর্তৃক সংঘঠিত অপরাধ কে আমলে গ্রহণ করবে এবং এর পদ্ধতি ও প্রক্রিয়া কি হবে? এ ক্ষেত্রে ট্রাইব্যুনাল বা ক্ষেত্রমত, বিশেষ আদালত অভিযোগ (petition of complain)-টি গ্রহন করে আইনের আনুসাঙ্গিক বিধান প্রতিপালনের পরে শুধুমাত্র অপরাধ আমলে গ্রহণের বিষয়টি বিবেচনা এবং নিষ্পত্তির জন্য মামলার কাগজাদি কি সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করবে? যদি তাই করতে হয় তা হলে আবারো বলতে দ্বিধা নেই যে, এটাও একটি অবাস্তব এবং অদ্ভুত প্রস্তাবনা (proposition)।

২৪. উল্লিখিত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত যে, শিশু আইনের ধারা ২(১৬ক)-এ উল্লিখিত 'ম্যাজিস্ট্রেট' অর্থ ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৬-এর উপ-ধারা (৩)-এ উল্লিখিত জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট ও মেট্রোপলিটন ম্যাজিস্ট্রেট যার অপরাধ আমলে গ্রহণ করবার ক্ষমতা রয়েছে এর পাশাপাশি 'সংশ্লিষ্ট বিশেষ আদালত বা ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল' যোগ করা অত্যান্ত জরুরী এবং তা হবে বাস্তবসম্মত। এ সংশোধন না হলে বিশেষ আদালত বা ট্রাইব্যুনালসমূহকে মামলার নথি, বিশেষত: নালিশী মামলার ক্ষেত্রে অপরাধ আমলে নেয়ার বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাতে হবে এবং ম্যাজিস্ট্রেট যদি শিশুর বিরুদ্ধে অপরাধ আমলে গ্রহণ করেন তৎপরিবর্তিতে সংশ্লিষ্ট নথি বা কাগজাদি তিনি আবারো শিশু আদালতে বিচারের জন্য পাঠাবেন। এক্ষেত্রে, আইন সংশোধনের মাধ্যমে কেবল মাত্র উপরোক্ত জটিল ও অবাস্তব (impractical) প্রক্রিয়া বা কার্যপ্রনালী (proceedure) এড়ানো সম্ভব হবে।

২৫. আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে যে, ধারা ১৫ক-এর কারণে শিশু আদালতের বিজ্ঞ বিচারকের মধ্যে এক ধরনের সংশয় ও বিভ্রান্তি কাজ করছে যে, যেহেতু ধারা ১৫ক-অনুযায়ী শিশু আদালতের অপরাধ আমলে গ্রহন করার এখতিয়ার নেই, সেহেতু বিচার শুরু হওয়ার পূর্বে শিশুর জামিন, বয়স কিংবা রিমান্ড বিষয়ে 'শিশু আদালত' হিসেবে আদেশ প্রদান যুক্তি সংগত নয়। সে কারণে আমাদের কাছে আরো প্রতীয়মান হয়েছে যে, অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে শিশু সংক্রান্ত বিষয়ে শিশু আদালতসমূহ

বিভিন্ন ধরনের আদেশ প্রদান করলেও বিজ্ঞ বিচারকগণ শিশু আদালত হিসেবে ক্ষমতা প্রয়োগে দ্বিধাগ্রস্থ। এ বিষয়ে আমাদের সুচিন্তিত অভিমত হলো এই যে, আমরা যদি শিশু আইনের ধারা ২৯(১) ও ৫২(১) নিবিড় ভাবে পর্যালোচনা করি তা হলে এটা সহজেই অনুধাবনযোগ্য হবে যে, আইনের উপরোক্ত বিধান দু'টিকে ফৌজদারী কার্যবিধিসহ বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইন বা শিশু আইনের অন্য কোন বিধানে ভিন্নরুপ যা কিছুই থাকুক না কেন, তা থেকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। অর্থাৎ ধারা ১৫ক-এর বিধানে যাই থাকুক না কেন শিশু আইনের ধারা ২৯(১) ও ৫২(১) বিধানের প্রাধান্যতা অক্ষুন্ন থাকবে।

২৬. এই প্রাধান্যতার কারণে অপরাধ আমলে গ্রহনের পূর্বেই শিশুর জামিন, হেফাজত বা ধারা ২১ অনুসারে বয়স নির্ধারনে শিশু আদালত-কে নিরঙ্কুশ ক্ষমতা দেয়া হয়েছে, সুতরাং এ সংশয় বা বিভ্রান্তি থাকার কোন যুক্তি বা ভিত্তি নেই যে, ধারা ১৫ক অনুযায়ী অপরাধ আমলে গ্রহণ পূর্বক কাগজাদি শিশু আদালতে প্রেরণের পূর্বে শিশু আদালতের ক্ষমতা প্রয়োগের কোন এখতিয়ার নেই। আমাদের বিবেচনায় এ ক্ষেত্রে আইনের বিধান খুবই স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট।

২৭. **তবে প্রাসঙ্গিকভাবে আরো কিছু প্রশ্ন এসে যায়, যথাঃ**

এক. বিচার পূর্ববর্তী অবস্থায় শিশু আদালত যদি শিশুর বয়স নির্ধারণ, জামিন সংক্রান্ত বিষয় সহ আনুষাঙ্গিক বিষয়ে আদেশ প্রদানে এখতিয়ারবান অর্থাৎ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে তা হলে ধারা ১৫ক অনুসারে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেটের ভূমিকা কি শুধুমাত্র অপরাধ আমলে গ্রহণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে;

দুই. অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে তদন্তকালীন সময়ে মামলার প্রতি ধার্য তারিখে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুকে কি অন্যান্য মামলার আসামীদের মতো ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করতে হবে;

তিন. তদন্তের স্বার্থে ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আদেশ প্রদানের ক্ষমতা কতটুকু বিস্তৃত; এবং

চার. শিশুর রিমান্ড আবেদন কোন্ আদালত নিষ্পত্তি করবে।

২৮. শিশু আইন-২০১৩ প্রনয়নের মূল লক্ষ্যই ছিল আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু (ভিকটিম এবং সাক্ষী)-দের সর্বোত্তম স্বার্থ সংরক্ষণ করা। সে কারণে শিশু আদালত কক্ষের ধরন, সাজ-সজ্জা ও আসন বিন্যাস বিধি দ্বারা নির্ধারণ করার কথা আইনে উল্লেখিত হয়েছে (ধারা ১৯), যাতে করে আদালতে শিশুবান্ধব পরিবেশ নিশ্চিত করা যায়। এ সত্য অস্বীকার করা যাবে না যে, দেশের শিশু আদালতসমূহে এখন পর্যন্ত শিশু বান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। সেক্ষেত্রে শিশু আদালতের বাহিরে ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহে এই মূহূর্তে শিশু বান্ধব পরিবেশ তৈরী করা নিঃসন্দেহে একটা বড় চ্যালেঞ্জ।

২৯. এটা বাস্তবতা যে, শিশু আইন ২০১৩-এ ধারা ২(১৬ক), ১৫ক এবং ১৬(৩) সংযোজিত হওয়ায় বিভিন্ন ধরনের সংশয়, বিভ্রান্তি এবং সাংঘর্ষিক অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। সে কারণে শিশুদের সর্বোচ্চ স্বার্থ নিশ্চিতের লক্ষ্যে সৃষ্ট সংশয়, বিভ্রান্তি ও অসংগতি দূর করা অতি জরুরী।

৩০. এখানে উল্লেখ করা আরো প্রাসঙ্গিক হবে যে, শিশু আইনের অধীনে কোন আদেশ প্রদানকালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের নাম, সিল ও পদবী ব্যবহারের কোন সুযোগ নেই। আমরা লক্ষ্য করছি যে, বিচার পূর্বকালীন সময়ে বিভিন্ন আদেশ প্রদানকালে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল-এর নাম, সিল ব্যবহার করা হচ্ছে। বিজ্ঞ বিচারকগণ ট্রাইব্যুনালের বিচারক হিসেবে আদেশে স্বাক্ষর করছেন, যা বর্তমান মামলার ক্ষেত্রেও হয়েছে। ফলে, সংক্ষুব্ধ পক্ষের উচ্চতর আদালতে আসার ক্ষেত্রে এখতিয়ার নিয়েও জটিলতা সৃষ্টি হচ্ছে।

৩১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন, ২০০০ অনুযায়ী ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক যে কোন আদেশ বা রায় ২৮ ধারা অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগে আপীলযোগ্য। কোন ট্রাইব্যুনাল যদি শিশু আইনের অধীনে কোন আদেশ প্রদান করে তাহলে কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে সংক্ষুব্ধ পক্ষ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ধারা ২৮ অনুযায়ী আপীল করছেন; এবং কেউ শিশু আইনের ধারা ৪১ অনুযায়ী আপীল করছেন। আবার এটাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, ট্রাইব্যুনাল কর্তৃক শিশুর জামিন না-মঞ্জুর আদেশের বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যবিধির ধারা ৪৯৮ অনুসারে হাইকোর্ট বিভাগে জামিনের দরখাস্ত করা হচ্ছে।

৩২. দৈনন্দিন বিচারিক কাজের অভিজ্ঞতার আলোকে এ কথা উচ্চারণে আমাদের দ্বিধা নেই যে, শিশু আইন ও আদালত নিয়ে বর্তমানে নিম্ন আদালত ও হাইকোর্ট বিভাগে এক ধরনের বিচারিক বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে।

৩৩. সামগ্রিক অবস্থা বিবেচনায় আমাদের অভিমত এই যে, এ ধরনের বিভিন্নমূখী প্রবনতার মূল কারণ শিশু আইনের ধারা ১৫ক এবং ১৬(৩)-এর সংযোজন। কারণ ঐ দুইটি ধারা অনুযায়ী ম্যাজিষ্ট্রেট কর্তৃক অপরাধ আমলে গ্রহণের পর শিশু আদালতে মামলার নথি (কাগজাদি) প্রেরিত না হওয়া পর্যন্ত শিশু আদালত কোন অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করতে পারবে না। আমরা ইতোমধ্যে আলোচনা করেছি যে, ট্রাইব্যুনালসমূহের মধ্যে এ সংশয় হয়তো কাজ করে যে, অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে শিশু আদালত হিসেবে এখতিয়ার প্রয়োগের কোন সুযোগ নেই। এ ধারনা একেবারে অবান্তর ও ভিত্তিহীন। কারণ আমরা যদি শিশু

আইনের ধারা ২১, ২৯ ও ৫২-এর বিধানসমূহ লক্ষ্য করি তা হলে এটা সুস্পষ্ট হবে যে, বিদ্যমান আইনেই শিশু আদালতকে বিচার পূর্ববর্তী অবস্থায় অর্থাৎ অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে শিশুর বয়স, জামিন এবং হেফাজত সংক্রান্ত বিষয় নির্ধারণের ক্ষমতা দেয়া হয়েছে এবং একজন শিশুকে গ্রেফতার পরবর্তী ২৪(চব্বিশ) ঘন্টা সময়ের মধ্যে নিকটস্থ শিশু আদালতে উপস্থাপনের নির্দেশনা রয়েছে।

৩৪. উপরোক্ত আলোচনা এবং সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় আদালতের সুচিন্তিত, পর্যবেক্ষণ ও অভিমত এই যে, শিশু আইনে সাংঘর্ষিক অবস্থা, বিদ্যমান অসংগতি, অস্পষ্টতা ও বিভ্রান্তি অবিলম্বে দূর করা প্রয়োজন; এবং আদালত এটাও প্রত্যাশা করছে যে, এ লক্ষ্যে সরকার দ্রুততার সাথে স্বল্পতম সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। সরকার শিশু আইন সংশোধন অথবা শিশু আইন ২০১৩-এর ধারা ৯৭-এর বিধান মূলে গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা অস্পষ্টতা ও অসংগতি দূর করতে পারে।

৩৫. **সরকার কর্তৃক আইনের যথাযথ সংশোধণ বা স্পষ্টীকরন সম্পর্কে প্রজ্ঞাপন না হওয়া পর্যন্ত শিশুর সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার্থে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট ও শিশু আদালতসমূহ-কে নিম্নলিখিত কার্য পদ্ধতি/প্রনালী** (procedure) **অনুসরণে নির্দেশনা প্রদান করা যাচ্ছে-**

এক. সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট কেবল মাত্র মামলার তদন্ত কার্যক্রম তদারকী করবেন এবং এ সংক্রান্তে নিত্যনৈমিত্তিক (routine work) প্রয়োজনীয় আদেশ এবং নির্দেশনা প্রদান করবেন;

দুই. রিমান্ড সংক্রান্ত আদেশ শিশু আদালতেই নিষ্পত্তি হওয়া বাঞ্ছনীয়। তবে, আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু (ভিকটিম এবং সাক্ষী) বা আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর জবানবন্দী সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করতে পারবেন;

তিন. তদন্ত চলাকালীন সময়ে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু-কে মামলার ধার্য তারিখে ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে হাজিরা হতে অব্যাহতি দেয়া যেতে পারে;

চার. তদন্ত চলাকালে আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশুর রিমান্ড, জামিন, বয়স নির্ধারণসহ অন্তবর্তী যে কোন বিষয় শিশু আদালত নিষ্পত্তি করবে এবং এ সংক্রান্ত যে কোন দরখাস্ত ম্যাজিষ্ট্রেট আদালতে দাখিল হলে সংশ্লিষ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট নথিসহ ঐ দরখাস্ত সংশ্লিষ্ট শিশু আদালতে প্রেরণ করবেন; এবং সংশ্লিষ্ট শিশু আদালত ঐ বিষয়গুলি নিষ্পত্তি করবে;

পাঁচ. অপরাধ আমলে গ্রহণের পূর্বে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল শিশু আইনের অধীনে কোন আদেশ প্রদানের ক্ষেত্রে 'শিশু আদালত' হিসেবে আদেশ প্রদান করবে এবং এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞ বিচারক শিশু আদালতের বিচারক হিসেবে কার্য পরিচালনা এবং শিশু আদালতের নাম ও সিল ব্যবহার করবেন;

ছয়. আইনের সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি হলো এই যে, আইন মন্দ (bad law) বা কঠোর (harsh law) হলেও তা অনুসরন করতে হবে, যতক্ষন পর্যন্ত তা সংশোধন বা বাতিল না হয়। সে কারণে নালিশী মামলার ক্ষেত্রে শিশু কর্তৃক বিশেষ আইনসমূহের অধীনে সংঘটিত অপরাধ সংশ্লিষ্ট বিশেষ আদালত বা ক্ষেত্রমত, ট্রাইব্যুনাল শিশু আইনের বিধান ও অত্র রায়ের পর্যবেক্ষণের আলোকে অভিযোগ (complaint) গ্রহণের পর প্রয়োজনীয় আইনি কার্যক্রম গ্রহণের পরে অপরাধ আমলে গ্রহণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য কাগজাদি (নথি) সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট এর নিকট প্রেরণ করবে; অত:পর ম্যাজিস্ট্রেট অপরাধ আমলে গ্রহনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় আদেশ প্রদান এবং অপরাধ আমলে গ্রহণ করলে পরবর্তীতে কাগজাদি বিচারের জন্য শিশু আদালতে প্রেরন করবেন;

সাত. শিশু আইনের প্রাধান্যতার কারণে বিশেষ আইনসমূহের অধীনে জি.আর মামলার ক্ষেত্রে শিশু কর্তৃক সংঘটিত অপরাধ এর জন্য পৃথক পুলিশ রিপোর্ট দেয়ার বিধান থাকায় সংশ্লিষ্ট ম্যাজিস্ট্রেট পুলিশ রিপোর্ট এর উপর ভিত্তি করে অপরাধ আমলে গ্রহণ করবেন।

৩৬. বর্তমান মামলায় আপীলকারী একজন শিশু, এজাহারে ১২ জনের নাম উল্লেখ থাকলেও আপীলকারীর নাম উল্লেখ নেই এবং সহ-আসামীদের স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দীসমূহে আপীলকারীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সুনির্দিষ্ট নয়। উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনায় নিয়ে রাষ্ট্রপক্ষের আপত্তি সত্ত্বেও আপীলকারীকে জামিন প্রদান করা ন্যায় সংগত হবে।

৩৭. অতএব, বর্তমান আপীলটি রায়ে উল্লেখিত পর্যবেক্ষন, অভিমত ও নির্দেশনা-সহ মঞ্জুর করা হলো।

৩৮. আপীলকারী **মোঃ হৃদয়**-কে শিশু আদালত-২ (নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনাল নং-২) এর বিজ্ঞ বিচারকের সন্তুষ্টি সাপেক্ষে জামিননামা (Bail Bond) সম্পাদনের শর্তে জামিন প্রদান করা হলো।

৩৯. আপীলকারী কর্তৃক অন্তবর্তীকালীন জামিনের সুবিধা অপব্যবহারের অভিযোগ প্রমাণিত হলে সংশ্লিষ্ট আদালত আইনের নির্ধারিত নিয়মে জামিন বাতিল করতে পারবে।

৪০. এই রায় ও আদেশের কপি প্রয়োজনীয় অবগতি ও ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট আদালত/ট্রাইব্যুনাল-সহ ১। সচিব, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়, ২। সচিব, আইন ও বিচার বিভাগ, আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, এবং ৩। রেজিস্ট্রার জেনারেল, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট-এর নিকট অবিলম্বে প্রেরণ করা হোক।